প্রবাসে রচিত পঙ্‌ক্তিমালা

লুৎফর রহমান রিটন

প্রথম প্রকাশঃ
৪নভেম্বর ২০০৫ইং

প্রকাশকঃ
সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল
স্বরব্যঞ্জন
৮৭ আজিজ সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা।
প্রচ্ছদঃ হাশেম খান

দ্বিতীয় প্রকাশঃ
ইন্টারনেট সংস্করণ
মরুপলাশ ডট কম

প্রকাশকঃ
দেওয়ান আবদুল বাসেত
মরুপলাশ গ্রুপ অব পাবলিকেশন্স
বাংলাদেশ, সউদী আরব।

প্রকাশকালঃ
মার্চ ২০০৬

http://www.marupalash.com
E-mail: marupalash@yahoo.com , marupalash@gmail.com

ISBN : 984 - 811 - 049 - 5

উৎসর্গ...

যখন চারপাশের বাতিগুলো একে একে নিভে যায়
ধর্মের বাঘ যখন হালুম করে ভয় দেখায়
বাংলা-বাঙালি-বঙ্গবন্ধুকে যখন ওরা মুছে দিতে চায়
মুক্তিযুদ্ধ আর স্বাধীনতার অর্জনসমূহকে ঢেকে দিতে চায় কুৎসিত আবলুস আলখাল্লায়
তখন, দীপ্ত সাহসী চুয়াত্তর বছরের ঈর্ষণীয় এ শাণিত তরুণ তাঁর অনন্যসাধারণ মেধা ও প্রজ্ঞায়
প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মুদ্রিত মিছিলে মুহূর্তেই সামনে এসে দাঁড়ান
(তাঁর সঙ্গে থাকে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর গান।)

বাংলা ও বাঙালির অস্তিত্বসংকটের এই ঘনঘোর কৃষ্ণপক্ষ অমানিশা-রাতে
যেন তিনি এসেছেন অলৌকিক আলোর পিদিম হাতে-
বাতিঘরের সেই বুড়োর সাজে,
আর তাই দেখে আমাদের 'অভয় বাজে হৃদয় মাঝে'
প্রণম্য ওয়াহিদুল হক
বাংলাদেশের অতিনগণ্য এক ছড়ালেখকের প্রবাসে রচিত চরণসমূহ
নিবেদিত হতে চায় আপনারই চরণে.....**লেখক**

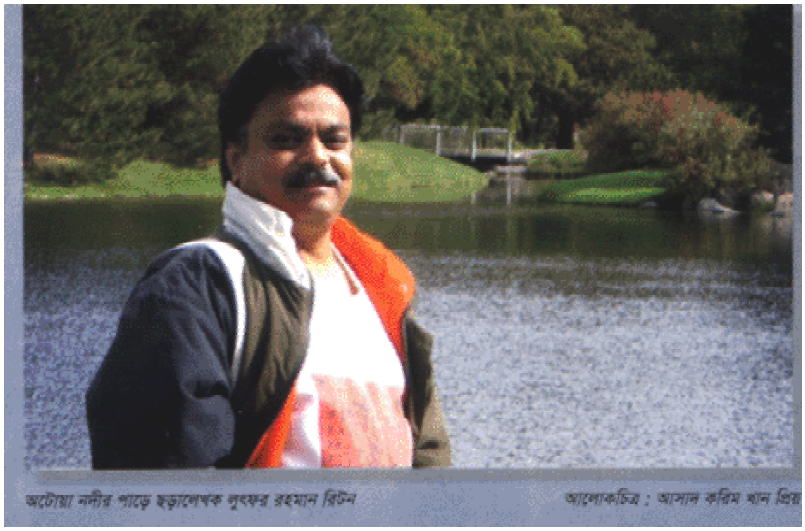

অটোয়া নদীর পাড়ে ছড়ালেখক লুৎফর রহমান রিটন — আলোকচিত্র : আসাদ করিম খান প্রিয়

জনাব দেওয়ান আবদুল বাসেত

চিঠির জন্যে ধন্যবাদ। আপনি অবশ্যই আমার প্রবাসে রচিত পঙতিমালা আপনার মরুপলাশের বিশাল পাঠকগোষ্ঠীর জন্যে ওয়েবে দিতে পারেন। এতে আমার আপত্তি থাকার প্রশ্নই ওঠে না। পরিবারের সবার জন্যে শুভকামনা।

লুৎফর রহমান রিটন

অটোয়া ৩০ জানুয়ারী ২০০৬।

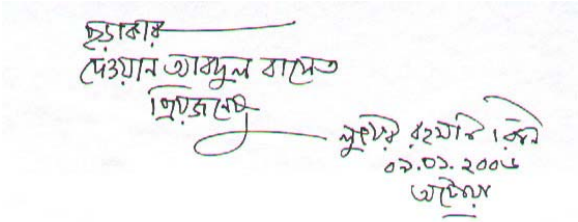

মরুপলাশ এর কিছু কথা...

মরুপলাশ এর বিশাল পাঠকগোষ্ঠী আর মরুপলাশপ্রেমীদের জন্যেই আমাদের এই উদ্যোগ। আমরা যোগাযোগ করেছিলাম সরাসরি লেখক বন্ধুবর লুৎফর রহমান রিটনের সঙ্গে। লেখক একজন স্বনামধন্য খ্যাতিমান ছড়াকার যাঁর পরিচয় বাঙলা ভাষাভাষি সবার জানা। মরুপলাশপ্রিয় পাঠকদের জন্যে ওনার প্রবাসের রক্তিম শুভেচ্ছা দিয়েছেন সদ্য প্রকাশিত **'প্রবাসে রচিত পঙক্তিমালা'** গ্রন্থখানি মরুপলাশ ডট কম্ এ প্রকাশের অনুমতি দিয়ে। এ জন্য আমরা মরুপলাশ এর সকল পাঠকদের পক্ষ থেকে লেখককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।.....**সম্পাদক, মরুপলাশ**

ছিঃ ছিঃ ভিসি

[ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘৃণ্য ভিসি আনোয়ারউল্লাহ চৌধুরীকে]

ছিঃ ছিঃ ভিসি করেছো কী? মরে যাই লজ্জায়
ছাত্রীরা ছিল হল-এ ঘুমন্ত, শয্যায়...
তোমার দেবার কথা স্নেহ, নিরাপত্তা
তুমিই করলে কিনা সম্ভ্রম হত্যা!
মাঝরাতে পাঠিয়েছো বর্বরবাহিনী
জঘন্য! অতিশয় ঘৃণ্য এ-কাহিনী।
এটা শুধু সম্ভব পশুদের পক্ষে
শ্বাপদের হিসহিস্ মেয়েদের কক্ষে!
ভীত হরিণীর মতো ওরা সন্ত্রস্ত
ওদের পীড়ন করে হায়েনার হস্ত!

তোমার কার্যালয়ে যদি থাকে আয়না
চেয়ে দেখো, চেহারাটা মোটে চেনা যায় না।
তোমার চেহারা জুড়ে কলঙ্ক মাখানো
পচা গলা কুৎসিত, যাচেছ না তাকানো।

ভিসি মানে জনকেরই প্রায় সমতুল্য
এই ভিসি সেই দায় সহজেই ভুললো!
এই ভিসি মাঝরাতে পশু দেয় লেলিয়ে
মেয়েদের ক্রন্দনে হাসে দাঁত কেলিয়ে।
এই ভিসি এ্যাতো লোভী, পেলে পরে ছক্কা
কন্যার সম্ভ্রমও করবে না রক্ষা!

পঁচিশের কালোরাত ফের মনে পড়েছে
'ধর্ষণ ছাড়া ওরা আর সবই করেছে'...!
জনক জননী ভ্রাতা কন্যা ও ভগ্নি
ঘৃণ্য আর প্রতিরোধে জ্বলবে কি অগ্নি?

একটা প্রশ্ন ভিসি নামধারী আনোয়ার-
তুমি কি মানুষ নাকি তুমি এক '... ...'?

অটোয়া, কানাডাঃ ২৮জুলাই২০০২
প্রকাশকালঃ ৩০জুলাই২০০২, দৈনিক জনকণ্ঠ

মুজিবর আহা মুজিবর

কোলাহল করে কালো কাকগুলো অঙ্গে ময়ূরপুচ্ছ
মুছে দিতে চায় মুজিবের নাম, তাঁর অবদানগুচ্ছ!
শেখ মুজিবের নাম মুছে ফেলা এতোই সহজসাধ্য?
ইতিহাস কোনো ভ্রান্তি মানে না নয় সে কাহারো বাধ্য।

শেখ মুজিবর জাতির জনক, যারা মেনে নিতে চাই নে
তারা তাঁকে ফের অপমান করি নতুন পতাকা আইনে।
সিংহ-মুকুট শোভিত ইঁদুর, এখন সময় বৈরী
যাহারা তাঁহাকে অপমান করে তাহারা কিসের তৈরি!

তাহাদের প্রিয় নিশান একদা ছিল চান-তারা খচিত
মুজিবের গুণে বাঙালির খুনে নতুন পতাকা রচিত।
এই পতাকার রচয়িতা কভু ইতিহাস থেকে গত হয়?
পতাকা সে কথা স্মরণে রাখিয়া প্রত্যহ যেন নত হয়...।
বিকারগ্রস্ত স্বীকার করে না ধ্রুব সত্যকে, অন্ধ।
যুগ যুগ ধরে অন্ধ থেকেছো, প্রলয় থাকেনি বন্ধ।

তমসা ঘনায় গাঢ় তমিস্র ঢেকে দেয় দীপ-দীপ্তি
মহানায়কের স্মৃতি মুছে দিয়ে অর্বাচীনের তৃপ্তি!
সবুজ জমিনে লাল সূর্যটা আজিকে শকুনশাসিত
অভ্র ভেদিয়া পুনরায় সেই প্রিয় মুখ উদ্ভাসিত-

শেখ মুজিবুর রহমান তুমি অমিত শক্তি, অমিত...
শ্রদ্ধা-প্রীতিতে তোমার স্মৃতিতে পতাকা অর্ধনমিত।

শোক বহি আজ খুলে রাখা আছে কোটি বাঙালির বক্ষে
স্বাক্ষর তার দৃশ্যমান তো হয় না মামুলি চক্ষে।
শোকগাথা লেখা বাঙালির বুকে রক্ত ছত্রে ছত্রে
বৃক্ষ লিখেছে শোকের বারতা তাহার ছিন্ন পত্রে।
আকাশ লিখেছে শোকের কবিতা তাই সে মেঘাচ্ছন্ন
পুষ্প ও পাখি মর্সিয়া গায় শুধুই তোমার জন্য।
সমুদ্র আজ উঠিছে ফুঁসিয়া ঐ শোনো তারই গর্জন
তুমি বাংলার, বাংলা তোমার জীবনের সেরা অর্জন।
কান পেতে শোনো এই বাংলার মাটি বায়ু নদী সরোবর
জপিতেছে নাম করিয়া প্রণাম মুজিবর আহা মুজিবর...।

অটোয়া, কানাডাঃ ০৯ আগষ্ট ২০০২
প্রকাশকালঃ ১৭ আগষ্ট ২০০২, দৈনিক জনকণ্ঠ

এক বছরে কী কী পেলাম

এক বছরে কী কী পেলাম?
একশো টাকা দেবার কথা, আধুলি আর সিকি পেলাম
নতুন বাদ্রযন্ত্রী পেলাম?
নাই যদি পাই দুঃখ কিসের? ষাট ষাটটা মন্ত্রী পেলাম!

আর কী পেলাম? আর কী পেলাম?
মহিমা আর ফাহিমাদের বোবা চোখের জল পেয়েছি
শাহাবুদ্দীন-সাইদ-লতিফুর 'ত্রিরত্নের'র ছল পেয়েছি
ইলেকশনের ফল পেয়েছি
লাশের পরে লাশ পেয়েছি,
দেশব্যাপী সন্ত্রাস পেয়েছি
অঢেল দীর্ঘশ্বাস পেয়েছি,
হারিকেন আর বাঁশ পেয়েছি
এক বছরে ছল-চাতুরি প্রতারণার গুণ পেয়েছি
বৃদ্ধ যুবক নারী শিশুর জমাট বাঁধা খুন পেয়েছি!
আর কী পেলাম? আর কী পেলাম?
তত্ত্বাবধান করতে গিয়ে 'সত্তা বিলোপ' টের পেয়েছি
বদলি নিয়োগ বিয়োগ খাতে উন্মাদনা ঢের পেয়েছি
মন্ত্রীসভায় ঘাতক দালাল রাজাকারের ঠাঁই পেয়েছি
পাকিস্তানে পাইনি যা যা বাংলাদেশে তাই পেয়েছি
সংবিধান আর পতাকাকে অসম্মানের লাই পেয়েছি
জাতির পিতার কন্যাদ্বয়ের নিরাপত্তা রদ পেয়েছি
'ধরাইয়া দিন' টপটেররও কমিশনার পদ পেয়েছি
মধ্যরাতে ছাত্রী-হলে হামলে পড়েও পার পেয়েছি
জেলহত্যার আসামিরাও অবলীলায় ছাড় পেয়েছি
সাঈদী এবং আমিনীদের 'কুমির' করার খাল পেয়েছি
বুয়েট-বিশ্ববিদ্যালয়কে বন্ধ করার তাল পেয়েছি।

আর কী পেলাম? আর কী পেলাম?
ভবন পেলাম হাওয়া পেলাম,
গরমাগরম তাওয়া পেলাম
ম্যারিঅ্যানের বদৌলতে মডারেট এক দাওয়া পেলাম
জাতির পিতার মৃত্যুদিনে জন্মদিনের খাওয়া পেলাম
শান্তিপূর্ণ সমাবেশেও লাঠি-পুলিশ ধাওয়া পেলাম
আলতাফীয় বাণী পেলাম,
রাজপুত্তুর রানী পেলাম

সাইফুরীয় বচন পেলাম,
নতুন নতুন দাদা পেলাম
ঘাটে ঘাটে চাঁদা পেলাম
সাজানো সব মামলা পেলাম,
কলারোয়ায় হামলা পেলাম
স্মৃতির মিনার শহীদ মিনার বন্দি করার ফন্দি পেলাম
আলবদরের সঙ্গে আহা মুক্তিসেনার সন্ধি পেলাম
সাকাচৌ-এর কুকুর তথা লেজ নাড়ানোর তত্ত্ব পেলাম
শৌচাগারও বাদ রাখিনি দখল করার স্বত্ব পেলাম!

আর কী পেলাম? আর কী পেলাম?
অপহরণ গুম পেয়েছি
কুম্ভকর্ণ ঘুম পেয়েছি
মুক্তিযুদ্ধ শিকেয় তুলে রাজাকারের চুম পেয়েছি
সংখ্যালঘুর অজুহাতে ধর্ষণেরই ধুম পেয়েছি
বিরোধীদের আটক করার নিউ মডেলের আইন পেয়েছি
দেশ বিক্রির গ্যাস বিক্রির কায়দা কানুন লাইন পেয়েছি।

আর কী পেলাম? আর কী পেলাম?
মৌলবাদী তোষক পেলাম
স্বাধীনতার ঘোষক পেলাম
বিচৌধুরীর 'শাবাস' পেলাম,
শেকড় কাটার আভাস পেলাম
আছাড় মেরে রাষ্ট্রপতির কোমড় ভাঙার চিত্র পেলাম
রাজকুমারের সমর্থনে ইনকিলাবি মিত্র পেলাম
ইটিভিকে কোতল করার 'জনস্বার্থ' ছুতা পেলাম
(পা হারিয়ে হাসছি সবাই, পা গেছে যাক জুতা পেলাম!)
বিটিভিকে বিক্রি করার আনন্দময় ঘন্টা পেলাম
সাতচল্লিশ সনটা পেলাম
স্মৃতিসৌধে নিজামীদের হাস্যরসের ক্ষণটা পেলাম
পত্রিকাতে জেল-জুলুম আর নিপীড়নের খবর পেলাম
নতুন নতুন কবর পেলাম
ইতিহাসের বিকৃতিতে নিত্য নতুন চমক পেলাম
সত্যি কথা লিখতে গিয়ে পত্রিকাও ধমক পেলাম।

আর কী পেলাম? আর কী পেলাম?
ক্যাডার পুলিশ দারুণ জুটির গুরু এবং শিষ্য পেলাম
ছাত্রছাত্রী পেটাই করার ভয়াল নিঠুর দৃশ্য পেলাম

লাঠিচার্জে ভূলুণ্ঠিত স্যারকে দেখে লজ্জা পেলাম
পাইনি রেহাই সাংবাদিকও, হাসপাতালে শয্যা পেলাম
সেনাপতির চাকরি গেলেও রাষ্ট্রদুতের চাকরি পেলাম
(নিন্দুকেরা রটিয়ে দিলো কামান ছেড়ে লাকড়ি পেলাম!)

প্রাপ্য কিছু কম পেয়েছি?
বস্তাপচা গম পেয়েছি
লতিফুরের বই পেয়েছি.
স্বর্গে যাবার মই পেয়েছি
বারী কমিশনের দেয়া বোম ফাটানো তথ্য পেলাম
শেখ হাসিনা দেশ ছেড়ে যাক-মোরশেদীয় পথ্য পেলাম
জিজ্ঞাসাবাদ করার নামে নির্যাতনের চিহ্ন পেলাম
রিমান্ড-ডিমান্ড মানবতার শরীর ছিন্নভিন্ন পেলাম
অর্থনীতি মন্দা পেলাম, ডেঙ্গু দিবস-সন্ধ্যা পেলাম
লেজ গুটিয়ে হাজারীদের গর্তে ঢোকার কীর্তি পেলাম
ঘুষ চাওয়াতে ডেনমার্কের কোটি ডলার ফিরতি পেলাম!

আর কী পেলাম? আর কী পেলাম?
পুলিশি এক রাষ্ট্র পেলাম, ধন্য হলাম, সব পেয়েছি
পাড়ায় পাড়ায় সন্ত্রাস আর চাঁদাবাজির জব পেয়েছি
শেখ মুজিবের নাম-নিশানা মুছতে নানান চেষ্টা পেলাম
স্বাধীনতার তিন দশকের মাথায় এ কোন্ দেশটা পেলাম?

নিরাপত্তা খুঁজতে গিয়ে নির্মমতার ডান্ডা পেলাম
এক বছরে দেশ ও জাতি মস্ত ঘোড়ার আন্ডা পেলাম।

অটোয়া, কানাডা ঃ ০৯ অক্টোবর ২০০২
প্রকাশকাঃ ১০ অক্টোবর ২০০২, দৈনিক জনকণ্ঠ

পদক ২০০৩

[জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং মেজর জিয়াকে একইসঙ্গে 'স্বাধীনতা পদক' প্রদানের সরকারি ঘোষণা পাঠ করে]

আমার সঙ্গে সেক্সপিয়ারের অনেক অনেক মিল আছে
দুজনারই দীঘল কেশ ও বাম বাহুতে তিল আছে।
আমার আছে দু হাত দু পা দু চোখ দুটি কর্ণও
সেক্সপিয়ারের সঙ্গে আমার মিলছে গায়ের বর্ণও।
চলনবলন পোশাকসহ মিলছে অনেক লক্ষণও
তাই বলে কি আমরা সমান? কক্ষনো নয়, কক্ষনো...।

পাহাড় এবং উইয়ের ঢিবি পাশাপাশি দাঁড়ালে
উইয়ের ঢিবি হারিয়ে যাবেই দৃষ্টিসীমার আড়ালে।
ডলফিন আর চুনোপুঁটির হয় না লড়াই সাঁতারে
আলপিন আর পেপারওয়েট দাঁড়ায় না এক কাতারে।

হস্তি এবং পিপীলিকার হয় না সমান তুলনা
পদক প্রদান করার সময় এই কথাটি ভুলো না।

অটোয়া, কানাডা ঃ ২৬ফেব্রুয়ারি ২০০৩
প্রকাশকাল ঃ ০৩ মার্চ ২০০৩, দৈনিক জনকণ্ঠ

সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ঃ আপন ও বিজ্ঞাপন

(উৎসর্গ ঃ তথ্যমন্ত্রী তরীকুল ইসলাম)

সার্কুলেশন কম? তাতে কী? তুমি আমার আপন
তুমিই পাবে সবচে বেশি সরকারি বিজ্ঞাপন।
কেউ পড়ে না? নিজেই পড়ো? নো প্রবলেম, ওকে
কিছুই আমার যায় আসে না যে যাই বলুক লোকে।

'নীতিমালা'র ধার ধারি না বিজ্ঞাপনের বেলায়
ড্রিপফ্রিজে তা দাও রেখে দাও নিছক অবহেলায়।
নীতিমালার নীতিবাক্য সব হয়ে যাক ফ্রোজেন
একমাত্র আকলমান্দই ইশারাকে বোঝেন।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাতেও বিশ্বাসী নও? শাবাশ!
তোমার কাগজ মৌলবাদীর নিবাস এবং আবাস?
তাহলে তো প্রাপ্য তুমি ডবল, মানে দ্বিগুণ
কেউ না জানুক আমরা জানি মৌলবাদের কী গুণ।
সংগ্রামী আর ইনকিলাবি জোশ থাকলে পরে
দিনকাল তো পাল্টে যাবেই, কে অস্বীকার করে?

লোকসমাজে আমার তরী কূল না পেলে না পাক
নিন্দুকেরা নিন্দা করুক পত্রিকাতে ছাপাক।
সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আমার ভীষণ প্রিয়
(বশ না হলে লস্ তো হবেই সেইটা মেনে নিয়ো।)

যে পত্রিকায় মুক্তিযুদ্ধ জাতির জনক থাকে
এক ইঞ্চি বিজ্ঞাপনও দিতে চাই না তাকে।
হোক সে কাগজ পাঠকপ্রিয়, কী আসে যায় তাতে?
(ঘাতক-দালাল-রাজাকারদের বিরোধিতায় মাতে!)

নিন্দুক আর সমালোচক অপছন্দ করি
বিরোধিতা করলে পরে '...কণ্ঠ' চেপে ধরি।

অটোয়া, কানাডা ঃ ২০ এপ্রিল ২০০৩
অপ্রকাশিত

আওয়ামীবধ কাব্য

আওয়ামীলীগকে এই দেশ থেকে করে দেবো নিশ্চিহ্ন
এই দলটাকে উৎখাত ছাড়া নেই পথ কোন, ভিন্ন।
এই দল যত ঝামেলার হোতা
শেকড় যদিও তৃণমূলে পোঁতা,
এই দলটার কারণে বাঙালি করেছে মুক্তিযুদ্ধ
তাই একে চাই উপড়ে ফেলতে পুরোটা, শেকড়সুদ্ধ।
জাতির মুক্তি রহিয়াছে কিসে?
ফিরে যেতে চাই সাতচল্লিশে,
সেই কামনার বাস্তবায়নে জাগ্রত জোট সরকার
আওয়ামীলীগকে এই দেশ থেকে উৎখাত করা দরকার।

ইয়াহিয়া খান রাওফরমান ভুট্টো নিয়াজী টিক্কা
আওয়ামীলীগকে পারে নাই দিতে যথাযথ ভালো শিক্ষা।
একাত্তরের প্রতিশোধ নিতে
সব অর্জন মুছে দিতে দিতে
একদিন জেনো বিলোপ ঘটাবো বাঙালির জাতিসত্তা
একাত্তরের মুল চেতনাকে আমরা করিবো হত্যা।

প্রগতিশীলেরা মাতিয়া তর্কে
ভ্যাংচায় মুখ পরস্পরকে,
বিধি বাম তাই বাম দলগুলো হয় না আওয়ামী মিত্র
আমরা কব্জা করতে চলেছি ধীরে ধীরে মানচিত্র...।

বাঙালির যত কৃষ্টি-ফৃষ্টি করে দিতে চাই ধ্বংস
সুতরাং দেশে রাখা যাবে নাকো আওয়ামীর কোনো বংশ।
বুদ্ধিজীবীরা নষ্টের গোড়া
অথচ স্মরণে রাখে না যে ওরা
ষোলই ডিসেম্বরের পুর্বে আমরা জেহাদি-জঙ্গি
পরাজয় জেনে কোতল করেছি তাহাদের সাথি-সঙ্গি।
একাত্তরের কতিপয় সেনা
বশীভূত আজ, আমাদের কেনা,
আমরা আজিকে সওয়ার হয়েছি একদা বীরের স্কন্ধে
ইতিহাস তাই পাতিহাঁস হয়ে খাবি খায় মহা ধন্ধে!

কাঁটাতার ঘিরে আওয়ামীলীগকে করে রাখি অবরুদ্ধ
হুকুমের দাস পুলিশের ত্রাস সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ।
ক্ষতি কি পুলিশে ডান্ডা মারলে?
ক্ষতি কি নারীর বস্ত্র কাড়লে?
ঘর থেকে নারী বেরিয়ে মিছিলে লাঞ্ছিত হলে ক্ষতি নাই
আওয়ামীলীগকে উৎখাত ছাড়া আমাদের কোনো গতি নাই।
মঞ্চ ভাঙবে চলবে হামলা
মাথায় ঝুলবে সাজানো মামলা
নিয়মিতভাবে থানা ও হাজত আদালতে দিয়ে হাজিরা
কত ধানে কত চাল হয় সেটা বুঝবে আওয়ামী পাজিরা।

রেহাই পাবে না লেখক শিল্পী, আওয়ামী নেতা ও কর্মী
হিন্দুমুক্ত জমিন গড়িতে মোরা অ্যাকশানধর্মী।
হিন্দু নারীকে ধর্ষণ করে
ধর্মীয় বাণী বর্ষণ করে
রাখিবো জাতিকে নেশাতুর করে 'ইসলামী জোস' বটিকায়
অটোমেটিকেলি যাত্রা করিবে এই জাতি বারো ঘটিকায়...।
এইভাবে ক্রমশ সুতোটা ছাড়লে
আওয়ামীলীগকে ঠেকাতে পারলে
ফের চানতাঁরা ঝান্ডা উড়াবো পাল্টে সংবিধানকে
পুণরায় আহা! কায়েম করিবো পেয়ারা পাকিস্তানকে।

অটোয়া, কানাডা ঃ ২৫ ফেব্রুয়ারী ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ২৯ ফেব্রুয়ারী ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

হুমায়ুন আজাদের কলম বনাম মৌলবাদী চাপাতি

যখন, রাষ্ট্রযন্ত্রে বৃদ্ধি পায় কূপমন্ডুকতা
ছিন্নভিন্ন হয়ে কাঁদে রুদ্ধ মানবতা।
হাইব্রিড ধর্মান্ধর সংখ্যা বৃদ্ধি পায়
বিবেক লাঞ্ছিত হয়ে ধুলায় লুটায়।
মৌলবাদ মোল্লাতন্ত্র দুধেভাতে বাড়ে
ধর্মভিত্তিক রাজনীতি চেপে বসে ঘাড়ে।
ভাষা আর সংস্কৃতি বিপদগ্রস্ত হয়
মুক্তচিন্তা শুভবুদ্ধি নিরাপদ নয়।
মানচিত্র ঢেকে যায় গাঢ় অন্ধকারে
এমন আঁধার বলো কে রুধিতে পারে?

ধেয়ে আসে শকুনেরা বহু, দলে দলে
মৌলবাদ শোভা পায় ডেমোক্লেসি-তলে
সো-কল্ড গণতন্ত্র ভারী উপাদেয়
সুস্বাদু চর্ব্য চোষ্য লেহ্য এবং পেয়।
শকুনেরা গণতন্ত্র চেটেপুটে খায়
পতাকা শোভিত গাড়ি আসে কব্জায়।
অতঃপর সংবিধানে হয় কাটাকুটি
সমস্বরে ঘাতক বলে-আমরা বেড়ে উঠি...
জাতিসত্তা ঐতিহ্য কৃষ্টি ও সুন্দর
সবকিছু মুছে দিতে বদ্ধপরিকর।

মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে আলখাল্লাতে ঢেকে
মৌলবাদী দানব আসে অন্ধকারের থেকে।

এইসব দেখেশুনে হুমায়ুন আজাদ
লিখেছেন 'পাক সার জমিন সাদ বাদ'।
চারিদিকে ধর্মান্ধর ভয়াল ঘেরাটোপ
নেমে আসে মৌলবাদী চাপাতির কোপ...।

জন্মভূমি রাহুগ্রস্ত শ্বাপদসঙ্কুল
সবে মিলে মৌলবাদ করো হে নির্মূল।

অটোয়া, কানাডা ঃ ০৬ মার্চ ২০০৪
প্রকাশকালঃ ১২মার্চ ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

বাংলাদেশটা আজকে কারাগার

[জনগণকে 'গণগ্রেফতারের' প্রতিবাদে]

কতোজনকে করবে আটক তুমি?
কতোজনকে ভরবে কারাগারে?
এই জনগণ উঠলে পরে ফুঁসে
রাজপথে রোজ সহস্রগুণ বাড়ে।

থানা-হাজত নেইকো কোথাও ঠাঁই
কারাগারে উপচে পড়া ভিড়।
স্বৈরাচারের আসন যখন টলে
তখন সে হয় আগ্রাসী-অস্থির।

শেষ ছোবলে আগ্রাসী-আক্রোশে
জনগণকে বন্দি করতে চায়।
একটিবারও ভাবে না কী হবে
গনেশ ঠাকুর উল্টে যদি যায়!

কারাগারের সংখ্যা কত দেশে?
চৌদ্দ কোটির ঠাঁই কি হবে তাতে?
বাংলাদেশটা আজকে কারাগার
ভীত সরকার গণগ্রেফতারে মাতে!

দেশবাসীকে বন্দি করে রাখো
লাঞ্ছিত হোক সংবিধানের পাতা।
চৌদ্দ কোটি জেলের ভেতর থাকুক
বাইরে থাকুক পুত্র এবং মাতা!

অটোয়া, কানাডা ঃ ২৫ এপ্রিল ২০০৪
অপ্রকাশিত

কুকুরের কাজ সাকায় করেছে

(শেখ সাদীর একটি বিখ্যাত কবিতার অনুকরণে)

সাকা আসিয়া এমন কামড় দিলো হাসিনার পায়
খবর শুনিয়া সারা দেশবাসী তাক লেগে গেলো তায়।
কুকুরাচরণে আহত হাসিনা বিষম ব্যথায় জাগে
কর্মীরা হায় সমবেদনায় জাগে শিয়রের আগে।

কর্মীরা বলে ভর্ৎসনা ছলে কপালে রাখিয়া হাত
'তুমি কেন আপা ছেড়ে দিলে তাকে তোমার কি নেই দাঁত?'
কষ্টে হাসিয়া হাসিনা কহিলো, 'তোরা তো হাসালি মোরে
মানুষ হইয়া কুকুরের পায়ে দংশী কেমন করে?

কুকুরের কাজ সাকায় করেছে কামড় দিয়েছে পায়
তা বলে পশুকে কামড়ানো কিরে মানুষের শোভা পায়?'

অটোয়া, কানাডা ঃ ২৩ জুন ২০০৪
প্রকাশকালঃ ২৫জুন ২০০৪, এওয়াইবাংলাডটকম

মুকুল মুকুল ডাক পাড়ি

[এম আর আখতার মুকুলের মহাপ্রয়ানে]

মুকুল মুকুল ডাক পাড়ি
মুকুল গেলো কার বাড়ি?
আয় রে মুকুল ফিরে আয়-
তুই বিহনে শোকের মাতম
সোনার বাংলা কেন্দে যায়...
আয় রে মুকুল ফিরে আয়।

দেখেছিলি বিজয় তুই
তোর জন্যে গোলাপ-জুঁই।
কোথায় গেলি? অনেক দুর?
আবার ডাকে একাত্তর।
ঘাতকগুলো তুলছে ফনা অথচ
তোর দেখা নেই
আজ কতোদিন পত্রিকাতে তোর তো কোনো লেখা নেই!
আয় রে মুকুল ঘরে আয়
শকুনগুলো করছে সভা তোর বাড়ির ঐ আঙিনায়!
আয় রে মুকুল ঘরে আয়।

জনম দুখী বাংলা তোর
রাত কেবলি দীর্ঘ হেথায়
নিকষ আঁধার হয় না ভোর।
জনম দুখী বাংলা তোর!

তুই যদি না জ্বালিস আলো
দুর হবে কি এ-ঘোর কালো? অমানিশার রাত্রি রে
বাংলাদেশে আমরা তো আজ অন্ধকারের যাত্রী রে...!

আয় রে মুকুল ঘরে আয়-
হিংস্র নখর বসায় শকুন লাল সবুজের পতাকায়,
মুকুলরে তুই ফিরে আয়।

অটোয়া, কানাডা ঃ০৭জুলাই ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ ২২ জুলাই ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

ফালু জিতিয়া প্রমাণ করিলো
সে জিতে নাই

ফালু জিতিয়া প্রমাণ করিলো
আদতেই সে যে জিতে নাই।
জোট সরকারও বুঝিতে পারিলো
এত বড় রিস্ক নিতে নাই।

সারা দেশ জুড়ে পড়ে গেছে ছিঃ ছিঃ
'সকলের ভোট আমি একা দিছি'
এহেন কার্যকলাপে মিডিয়া বিস্ময়ভরা নেত্রে
ফাঁস করে দিলো জাটভোট আর কারচুপি নানা ক্ষেত্রে...।

খুবই তড়িঘড়ি শপথ লইয়া
অবশেষে ফালু এমপি হইয়া
ইলেকশানের ইতিহাসে এক
নয়া ইতিহাস রচিলো,
বিএনপি তো পচিয়াই ছিল
এইবার পুন পচিলো।

অটোয়া, কানাডা ঃ ১০জুলাই ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ ১৭জুলাই ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর আমি মেজর জিয়া

ইন্টারেস্টিং বিষয় থাকে ছেলের হাতের মোয়াতে
ছেলের হাতের মোয়া খাওয়ার চাইনি সুযোগ খোয়াতে
অস্ত্র ছিল বোঝাই, খালাস করতে গেলাম সোয়াত-এ
চেয়েছিলাম পাকিস্তানের পক্ষে মাথা নোয়াতে
মুক্তিপাগল মানুষগুলোর অন্যরকম ছোঁয়াতে
বদলে যেতে বাধ্য হলাম, বাবা-মায়ের দোয়াতে-
অটোমেটিক ঠাঁই পেয়েছি ইতিহাসের 'ধোঁয়া'তে!

যদিও জানি স্বাধীনতা ছেলের হাতের মোয়া না
স্বাধীনতা অস্পষ্ট আবছা এবং ধোঁয়া না।
'একটি জাতির জন্ম' লিখে সেটাই বলতে চেয়েছি
আমার যেটুক প্রাপ্য আমি বেঁচে থাকতেই পেয়েছি।
এখন দেখছি মরার পরে ইতিহাসের বিকৃতি!
জবরদস্তি ইতিহাসে করছে আদায় স্বীকৃতি!

স্বাধীনতার দলিলপত্রে মিথ্যা তথ্য ছাপাচ্ছে!
মিথ্যাচারের সমস্ত দায় আমার ঘাড়ে চাপাচ্ছে!
জীবদ্দশায় 'স্বাধীনতার ঘোষক' নিজকে বলিনি
সুযোগ ছিলো জ্বলে ওঠার, মিথ্যে আলোয় জ্বলিনি।

গ্রেট ন্যাশনাল লিডার ছিলেন শেখ মুজিবুর রহমান
পঁচিশে মার্চ তাঁর ঘোষণা ইতিহাসেই বহমান।
উর্দি পরা মেজর ছিলাম, তাঁর তুলনায় নগন্য
সমকক্ষ নই আমি তাঁর, এইটা ভাবাও জঘন্য!
গ্রিন সিগন্যাল পেয়েছি তাঁর সাতই মার্চের ভাষণে
আমি থাকবো আমার স্থানে আর তিনি তাঁর আসনে।

ঘোষক এবং পাঠক দুটির অর্থ কিন্তু আলেদা
আমি বুঝলেও বুঝতে চায় না তারেক কিংবা খালেদা।
অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর পাঠ করেছি ঘোষণা
ঐতিহাসিক সত্য এটাই, ওরে মানিক ও সোনা...!
স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেছি মার্চ সাতাশে
কী আলোড়ন বাংলাদেশের আকাশে ও বাতাসে!

সাতাশে মার্চ সন্ধ্যাবেলায় পাঠ করেছি বেতারে
ইতিহাসের শক্তি অমোঘ, মুছতে পারে কে তারে?
আমার আগে হান্নানেরা পাঠ করেছে বারংবার
তাঁদের পরে পাঠ করাটাও ঐতিহাসিক অহংকার।
ওরা ছিলেন সিভিলিয়ান, নয়কো সেনাবাহিনী
তাই তো আমার 'ঘোষণা পাঠ' উদ্দীপনার কাহিনী!

মূল ইতিহাস এই,
এই ইতিহাস ইরেজ করার কোনোই উপায় নেই!
অন বিহাফ অব শেখ মুজিবুর আমি মেজর জিয়া
বাংলাদেশের স্বাধীনতার 'ঘোষণা পাঠ' কিয়া...।

অটোয়া, কানাডাঃ ১১জুলাই ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ ১৬জুলাই ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

কানাডায় সাঈদী ঃ পল মার্টিনের কাছে প্রশ্ন

সাঈদীর হাত-মুখ-দাড়িতে রক্ত আছে মাখা
অথচ তা ইসলামেরই লেবাস দিয়ে ঢাকা!
যুদ্ধাপরাধ করেছে সে, একাত্তরের খুনী
অথচ আজ হাদিস কোরান তার মুখেতেই শুনি!
দিনের বেলায় ওয়াজ মাহফিল রাতের বেলায় বোতল
ফতোয়া দেয়- বুদ্ধিজীবী করতে হবে কোতল।
ইসলামেরই সোল এজেন্সি ধর্ম-ঠিকাদারি
করে করেই করলো হাসিল বাড়ি গাড়ি না...।

ধান্দাবাজি চান্দাবাজি সব বাজিতেই ঘাগু
ডলার পেলে চাটতে পারে বুশ-টনিদের হা...!
ইরাকে মুসলিম নিধনের খবর সবার জানা
এই বিষয়ে সাঈদী-জামাত বোবা-কালা-কানা।
গোলাম আজম পিতা হলেও হ্যারী টমাস বাবা
তাই গোটানো সাঈদী গ্রুপের দন্ত-নখর-থাবা।

বাংলাদেশের বিরোধিতায় কোরাস হুক্কাহুয়া
অপকর্ম ঢাকতে তোলে ইসলামেরই ধুয়া!
জঙ্গি শাসন কায়েমে তার ফন্দি এবং ফিকির
ঢাল হিসেবে প্রয়োগ করে ইসলামেরই জিকির।
খবর পেলাম কানাডাতে আসিতেছেন তিনি
আমরা তাকে মানবতার শত্রু বলেই চিনি!
মানবতা লাঞ্ছিত হয় সাঈদীদেরই হাতে
করতে জায়েজ ইসলামেরই তক্‌মা লাগায় হাতে।

বাংলাদেশে সংখ্যালঘু নির্যাতনের কাজে
এই সাঈদীর দোসরগুলো হিংস্র পশুর সাজে-
নারী ধর্ষণ লুণ্ঠন খুন করছে নিয়মিত
তার কানাডা আগমনের সংবাদে হই ভীত।

কানাডিয়ান হাইকমিশন বাংলাদেশেও আছে
সাঈদীর সব খোঁজখবরও আছে তাদের কাছে।
কোন্ তরিকায় ভিসা দিলো কানাডা সরকার?
হিজ হাইনেস পল মার্টিন ব্যাখ্যাটা দরকার।
বাংলাদেশী কম্যুনিটি জানতে এটা চায়-

ফান্ডামেন্টালিস্ট-টেরোরিস্ট ক্যামনে ভিসা পায়?
কানাডা কি সন্ত্রাসীদের স্বর্গরাজ্য তবে?
এক্সিলেন্সি পল মার্টিন জবাব দিতে হবে!

কানাডাতে রখবে তাকে শক্তি আছে কার?
ডিপ্লোমেটিক চশমা খুলুন কানাডা সরকার!
নইলে এসব ধর্মান্ধ-জঙ্গিবাদী গুরু
আগামীতে কানাডাতেই করবে মিশন শুরু!

থাকতে সময় হও হুঁশিয়ার ও কানাডাবাসী
ম্যাপল লিফের এদেশটাকেও আমরা ভালোবাসি।

অটোয়া, কানাডা ঃ ২২জুলাই ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ ২৪জুলাই ২০০৪, বাংলারিপোর্টার, টরন্টো

অন্যায়-বন্যায় দেশ ভেসে যাচ্ছে

মোটে চার শ... ...

বন্যায় নিহতের সংখ্যা-
চার শ ছাড়িয়ে গেছে, কাটছে না শংকা।
অসহায় মানুষেরা সাহায্য ত্রাণ চায়
অথচ এ-সরকার আরো বেশি প্রাণ চায়!
চার শ তো যথেষ্ট নয়! জরুরি পরিস্থিতি? তা কী করে হয়?
মোটে তো চার শ গেছে, আরো কিছু যাক না
অবাক বিশ্ববাসী চেয়ে আছে? থাক না!

খালেদার অমৃত বচন... ...

১. 'বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির পাশাপাশি উপকারও হয়,
পলিমাটি পড়ে, জমির উর্বরতা বাড়ে'
প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া
সুনামগঞ্জে বানভাসি মানুষের উদ্দেশে
২৮জুলাই ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

২. 'বন্যা অল্লাহর দান'

প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া
চাঁদপুরে বন্যার্তদের উদ্দেশে ভাষণকালে
২৭জুলাই ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

'বন্যায় ক্ষয়ক্ষতি পাশাপাশি উপকার'
বেগম খালেদা জিয়া এ-কথার রূপকার।
'বন্যায় পলিমাটি পড়ে'
(কারা এর বিরোধিতা করে?)
'জমির উর্বরতা হয় তাতে বৃদ্ধি'
(অর্থাৎ বন্যায় আসে সমৃদ্ধি!)
'বন্যা তো আল্লাহ্‌র দান'
(নিভে যাক শ চারেক প্রাণ
ভেসে যাক ভিটেমাটি ঘর
বন্যার বন্দনা কর্!)

নৌকা বনাম ভেলা ... ...
ত্রাণ বিতরণ কাজে নাকি মন্ত্রী এবং আমলা
ফেস করছে স্পর্শকাতর অদ্ভুত এক ঝামলা-
ভেলায় চড়তে রাজি কিন্তু নৌকা চড়া যাবে না

নৌকা মানেই আওয়ামীলীগ, ম্যাডাম তো তাই ভাবে, না?
নৌকা হটাও চড়বো ভেলা
আমলাগুলোর বৃদ্ধি ম্যালা!

যুবরাজকে শুধাও... ...

যখন, বানের তোড়ে প্লাবিত দেশ যাচ্ছে ডুবে যাচ্ছে ভেসে
তখন, যুবরাজের প্রমোদ ভ্রমণ ইউরোপের দেশে দেশে!
ক্যাসিনোতে জুয়ার আসর
ফস্টিনস্টি নৃত্য-বাসর!
ভবিষ্যতের মহান নেতা (!) যুবরাজকে শুধাও
মনুষ্যত্ব উধাও কেন? মনুষ্যত্ব উধাও...!

বাবর জাবর কাটে... ...

গরুর মতো বাবর কেন জাবর কাটে?
বানের ছবি ছাপায় কাগজ, বাবর বলে-'পুরাণা সব পুরাণা'
ওরে বাবর ওরে বাঁদর চশমা খুলে চোখ দুটি তোর রাজধানীতে ঘুরা না!
দ্যাখ চেয়ে দ্যাখ বন্যা, ঢাকার মতিঝিলেও বানের পানি
অবশ্য তুই বলতে পারিস এইটা খোদার মেহেরবানি!
যেমনটি তোর দেশনেত্রী বলছে
বাংলাদেশে কী সার্কাস চলছে!

বন্যার্ত ভোটারের অপ্রিয় কথামালা... ...

রাজনীতিবিদ দ্যাখে যার যার স্বার্থ
ও ম্যাডাম, ও আপা, মোরা বন্যার্ত
আপনেরা আপাতত রাজনীতি বাদ দ্যান
উপবাসী আমাগোরে ভাত দ্যান ভাত দ্যান!
দরকার নাই আর কিছুরই
শুধু দ্যান খিচুড়ি, খিচুড়ি!
বক্তিমা বাদ দ্যান
খিচুড়ি বা ভাত দ্যান।
বিনিময়ে ভোট দিমু এডা মনে রাইখেন
বন্যায় দুর্যোগে মোগো পাশে থাইকেন।
ফটো তোলা বাদ দ্যান
ভাত দ্যান ভাত দ্যান ...।

সবিনয়ে নিবেদন ... ...

লিখবো কী বন্যায় দেশ ডুবে যাচ্ছে
বানভাসি মানুষেরা কষ্ট কী পাচ্ছে!
সবকিছু কেড়ে নিলো নিষ্ঠুর বন্যা
অসহায় বুড়ো-শিশু-বধূ-মাতা-কন্যা।
লাঘব করতে হবে আর্তের দুঃখ
ওদের বাঁচাতে হবে, এই কাজই মুখ্য।
আশ্রয় চিকিৎসা বস্ত্র ও খাদ্য
আসুন বিলিয়ে দিই যার যত সাধ্য।

মন্ট্রিয়ল, কানাডা ঃ ২১জুলাই ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ ৩০জুলাই২০০৪, এনওয়াইবাংলা ডট কম

টাকায় মুজিব

টাকায় ছিলেন শেখ মুজিবর
টাকায় মুজিব খাকায়
ভালোবেসে সেই সে টাকা
বুকপকেটে রাখায়–
একাত্তরের শকুনগুলো
কটমটিয়ে তাকায়!

টাকা থেকে শেখ মুজিবর
হঠাৎ কেন উধাও?
আমাকে না প্রশ্ন করে
নিজকে নিজে শুধাও!

আমার টাকা লুট হয়েছে
অক্টোবরের পরে!
আগে মুজিব ছিলেন টাকায়
আজ তিনি অন্তরে।

টরন্টো, কানাডা ঃ ০৯ আগষ্ট ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ ১৩ আগষ্ট ২০০৪, দৈনিক ভোরের কাগজ

ও হাসিনা দোহাই লাগে

[২১ আগষ্ট ২০০৪ জনসভায় গ্রেনেড হামলার পর বিবিসিতে শেখ হাসিনার কান্না শুনে]

জোট সরকার জামাতীদের দাস ও বশংবদ
'আওয়ামীলীগ নিধন এবং শেখ হাসিনা বধ'-
ওদের প্রধান কর্মসুচি, তাই তো এ-বাংলায়
আবার একটা 'পনেরোই আগষ্ট' সৃষ্টি করতে চায়।
বাংলাদেশকে চায় বানাতে পেয়ারা পাকিস্তান
টার্গেট তাই শেখ হাসিনার রক্ত এবং প্রাণ।

ও হাসিনা দোহাই লাগে কান্না রাখো চেপে
এগিয়ে যেতে হবেই তোমায় দৃঢ় পদক্ষেপে।
গ্রেনেড-বোমার ধোঁয়ায় আকাশ হোক না যতোই ফিকে
বাংলাদেশ আজ তাকিয়ে আছে শুধুই তোমার দিকে।

বিপন্ন আজ বাঙালি আর প্রিয় স্বদেশভূমি
ও হাসিনা রুখে দাঁড়াও, রুখে দাঁড়াও তুমি।

ছিন্নভিন্ন মানবদেহ লুটিয়ে সারি সারি
সহযোদ্ধার রক্তে তোমার লাল হয়েছে শাড়ি
আহতদের আর্তনাদে খোদার আরশ কাঁপে
নিরপরাধ মানুষগুলো লাশ হলো কার পাপে?

ও হাসিনা দোহাই লাগে কান্না চেপে রাখো
সহযোদ্ধার রক্ত দেখে থমকে যেয়ো নাকো।
এ-দেশ তোমার বাবার-মায়ের-ভায়ের রক্তে আঁকা
তুমিই পারো ফের ঘোরাতে ইতিহাসের চাকা।

তোমার চোখে অশ্রু কেনো? অশ্রু ফ্যালো মুছে
সূর্য উঁকি দিচ্ছে, আঁধার যাবেই যাবে ঘুচে।
অমানিশার অন্ধকারে তুমিই আশার আলো
ও হাসিনা আন্দোলনের দীপ্ত মশাল জ্বালো।

একাত্তরের শকুনগুলো বসেছে মসনদে
লিপ্ত ওরা আওয়ামীলীগ আর হাসিনা বধ-এ।
ধর্মান্ধ মৌলবাদের থাবার নিচে জাতি
দুঃখিনী মা বাংলা কাঁদে গুমরে, দিবস-রাতি।

ও হাসিনা দোহাই লাগে আর কোরো না ক্ষমা
প্রতিশোধের অগ্নিতে ক্রোধ অনেক হলো জমা।
দেশবাসীকে সঙ্গে নিয়ে রোখো ওদের থাবা
ঠিক যেমনটি করেছিলেন মুজিব, তোমার বাবা...।
দেশ ও জাতি সঙ্গী তোমার, তোমার কিসের ভয়?
স্বাধীনতার প্রতীক তুমি, জয় বাংলার জয়।

অটোয়া, কানাডা ঃ ২২ আগষ্ট ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ ০৩ সেপ্টেম্বর ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

১০০% হালাল ছড়া

আলাল জালাল দুই বন্ধু আপন থেকেও আপন
একসঙ্গে করছে ওরা প্রবাসজীবন যাপন।
সময় ওদের কাটছে ভালোই ঝুটঝামেলা বিহীন
প্রবাসজীবন 'স্মুথ অ্যাজ সিল্ক' সুরেলা আর মিহিন।

সব পেয়েছির দেশে দুজন স্বর্গ-সুখেই আছে
স্যাটারডে নাইট ডান্স ক্লাবে তাই জোর কদমে নাচে।
স্বর্ণকেশীর মাংসপেশীর ফর্সা ঝিলিক দেখে
ভোর বিহানে বাড়ি ফেরে অঙ্গে সুবাস মেখে।

কায়দা করে মিথ্যে কথায় ফায়দা লোটার কাজে
এই দুজনার সুখ্যাতি খুব প্রবাসীদের মাঝে।

প্রতারণার ক্ষেত্রে ওরা খুব জিনিয়াস মডেল
বিত্ত দেশেও বিপুল ছিল, প্রবাসেও অঢেল।

চিটিংবাজি করতে করতে নাম হয়েছে চিটার
ওদের হাতেই কম্যুনিটির হারমোনিয়াম গিটার।
ধর্ম-কর্ম নিয়েও ওরাই সবচে বেশি কাতর
ধর্মসভায় বিক্রি করে খুশবু (নকল আতর)!

লোক ঠকিয়ে কামায় টাকা হোক সে টাকা হারাম
হারাম টাকায় ওদের সকল আয়েশ এবং আরাম।
হারাম টাকায় বাড়ি গাড়ি হারাম টাকায় ইয়ে
ক্যাসিনোতে ঝলমলে সব বান্ধবীদের নিয়ে...।

এহেন আলাল জালাল ...
বিফ গোট আর চিকেন কেনার সময় খোঁজে 'হালাল'।
হালাল Meat-এর জন্যে ওদের দিলটা উথাল পাথাল
Pub ও Bar - এ রোজ সন্ধ্যায় হালাল! নেশায় মাতাল...।

মন্ট্রিয়ল, কানাডা ঃ ০৮ নভেম্বর ২০০৪
প্রকাশকাল ঃ ১০ নভেম্বর ২০০৪, বাংলারিপোর্টার, টরন্টো

মানবপ্রাচীর

মানবপ্রাচীর গড়তে হবে
দীপ্ত প্রাণের স্পন্দনে,
আজ ইতিহাস সৃষ্টি হবে
বিশাল মানববন্ধনে।

টেকনাফ টু তেতুঁলিয়া
আজ জনতার শির উর্ধ্বে,
কণ্ঠে সবার ক্ষোভ ও ঘৃণা
দুঃশাসনের বিরুদ্ধে।

বিশ্ববাসী মানবপ্রাচীর
দেখবে অবাক বিস্ময়ে,
হায় খালেদা হায় নিজামী
কী ভয়ানক দৃশ্য এ!

অনাস্থার এই মানবপ্রাচীর
টপকে যাবার রাস্তা নেই,
ব্যর্থ এ-সরকারের প্রতি
জনগণের আস্থা নেই।

অটোয়া, কানাডা ঃ ০৭ ডিসেম্বর ২০০৪
প্রকাশকালঃ০৯ডিসেম্বর ২০০৪, দৈনিক জনকণ্ঠ

বনসাই প্রবাসী

শেকড় থেকে উপড়ে ফেলে গাছকে যদি রাখেন টবে
গাছ বাঁচবে, তবে সে গাছ 'বনসাই' বা বামুন হবে।
বনসাই-এর অর্থ হলো বামুন হয়েই বেঁচে থাকা,
প্রবাসীরা তেমনি বাঁচেন, অর্ধ কাঁচা অর্ধপাকা।

বটবৃক্ষের বনসাই হয় ইঞ্চি ছয়েক কিংবা বারো
আর প্রবাসী মানুষগুলো সংকুচিত হয় যে আরো!
মন স্বদেশে, দেহ বিদেশে, অদ্ভুত এক টানাপড়েন,
মন মানে না হৃদয় কাঁদে, খড়কুটো তাই আঁকড়ে ধরেন।

সমিতি আর সংগঠনে প্রাপ্তি খোঁজেন, মুক্তি খোঁজেন
নিজের সঙ্গে লুকোচুরির-প্রতারণার যুক্তি খোঁজেন।
আট-দশজন মিটিং করেন, পিঠ চুলকেই সময় কাটান
প্রেস রিলিজে বিশাল সভার বিবরণটা লিখে পাঠান।

নিজ খরচে সংবর্ধনা নিচ্ছে নতুন-পুরান পাগল
অতিথি হয়, বতৃতা দেয় 'মুরগি মিলন' গোছের ছাগল!
কাগজগুলো ছাপায় রোজই খুদে নেতার বিরাট ছবি
কতিপয়ের নাম অথবা ছবি ছাপাই প্রধান হবি।

নাম ছাপালে ছবি ছাপালে কম্যুনিটিতে বাড়বে ওজন
নেই ইস্যু তো কী হয়েছে? ধুমসে লাগাও বনভোজন!
কেমন করে বুঝবো বলুন কোন্‌টা খারাপ কোন্‌টা বেটার?
এইখানে সব গালভরা নাম 'বৃহত্তর' কিংবা 'গ্রেটার'...!

বাংলাদেশের নেতা আসেন, সঙ্গে আসে চাকর-বাকর
গিফট্ হাতিয়ে চাকরগুলো যায় বিলিয়ে বিষের কাঁকর।

মন্ত্রী-নেতার ফুট-ফরমাশ খাটতো যারা বাংলাদেশে
তারাও বিশাল নেতা সাজেন স্বদেশ ছেড়ে বিদেশ এসে!
দুর প্রবাসে বাংলাদেশের পলিটিক্যাল শাখা খোলেন
ভাস্তে যদি একটা খোলে, দুইটা তবে কাকা খোলেন!

ঝগড়া করেন পরস্পরে, এ ওর পেছন লেগে থাকেন
পত্রিকাতে বিজ্ঞাপন আর বিবৃতিতে জেগে থাকেন।
প্রবাসজীবন হতাশ জীবন, নেইকো কোথাও আশার আলো
চতুর্দিকে দলাদলি, নেইকো ভালোবাসার আলো।
অথচ–
কেউ ভাবি না কোথায় যাবো? কোথায় ছিলাম? কোথায় এলাম?
পৃথিবীতেই 'স্বল্পকালীন প্রবাসজীবন' কাটিয়ে গেলাম!

টরন্টো, কানাডা ঃ ১৬ ফেব্রুয়ারী ২০০৫
প্রকাশকাল ঃ ১৮ফেব্রুয়ারী ২০০৫, বাসভূমি, অস্ট্রেলিয়া

আমাদের সময়

[উৎসর্গ ঃ আতিকউল্লাহ্ খান মাসুদ, তোয়াব খান, বোরহান আহমেদ, মতিউর রহমান এবং মাহফুজ আনাম শ্রদ্ধাস্পদেষু]

এখন মামলা ঠোকে সন্ত্রাসী পাজিরা
সম্পাদকেরা দেন আদালতে হাজিরা!
দেশটার হলোটা কী? ব্যাপার জঘন্য
চিহ্নিত সন্ত্রাসী 'মাননীয়' গণ্য!
যার থাকবার কথা শিক ঘেরা খাঁচাতে
তাকে দেখি সংসদে অঞ্জুলি নাচাতে।

সন্ত্রাসী রাষ্ট্রীয় সম্মান পাচ্ছে
ফুলেল কফিনে শুয়ে পরপারে যাচ্ছে!
প্রধানমন্ত্রীসহ বারো তেরো সাহাবা
কফিনে পুস্প রাখে, বাহাবা রে বাহাবা!

এরকম সরকারি শ্রদ্ধাঞ্জলিতে-
বেড়ে ওঠে সন্ত্রাসী অলিতে ও গলিতে।
একজন মাননীয় সন্ত্রাসী ক্ষেপেছে
পত্রিকা তার অপকীর্তিকে ছেপেছে!
কী সাহস! কী সাহস! সাহস প্রকান্ড
পত্রিকা ফাঁস করে যত অপ-কান্ড...।
সুতরাং মানহানি, না থাকুক মান-টান
প্রবল উত্তেজনা টানটান...টানটান...।

সরকার অপারগ সন্ত্রাস দমনে!
গ্রেফতারি পরোয়ানা আদালত সমনে-
আলোকিত মানুষেরা হন অপদস্ত!
অধঃপতনের পথ হচ্ছে প্রশস্ত...!

জোড়া খুন করলেও মওকুফ দন্ড!
যত বড় শিক্ষিত তত বড় ভন্ড!
জিন্টুরা ক্ষমা পায়, ফাঁসি দেয় তাহেরে!
দেশটাকে কোন্ দিকে নিতে তারা চাহে রে?

কালো টাকা শাদা হয় অদ্ভুত আইনে!
এমন দেশটা খুঁজে কোথাও পাই নে!

মন্ট্রিয়ল, কানাডা ঃ ১০ আগষ্ট ২০০৫
প্রকাশকাল ঃ ১৩আগষ্ট ২০০৫, দৈনিক আমাদের সময়

মুজিব বন্দনা

বাংলার মাটি বাংলার জল
মুজিবের নাম জপে অবিরল।
বাঙালির আশা বাঙালির ভাষা
মুজিবের প্রতি রচে ভালোবাসা।

বাংলার কলি বাংলার ফুল
মুজিবের নামে ফুটিতে ব্যাকুল।
বাংলার তরু বাংলার পাখি
মুজিবের নামে করে ডাকাডাকি।

বাংলার মেঘ বাংলার নদী
মুজিবের নামে বহে নিরবধি।
বাংলার জ্ঞানী বাংলার কবি
মমতায় আঁকে মুজিবের ছবি।
বাংলার প্রতি বাঙালির ঘরে
জ্বলিছে পিদিম মুজিবের তরে।

বাঙালির এই প্রিয় স্বাধীনতা
বলে পলে পলে মুজিবের কথা।
বাংলার গীতি বাঙালির প্রীতি
করেছে ধারণ মুজিবের স্মৃতি।
মুজিবের নাম মুছে দেবে কিসে?
মুজিব রয়েছে পতাকায় মিশে।

মুজিব রয়েছে দেখো চারপাশে
ছয়টি ঋতুতে আর বারো মাসে।
মুজিব রয়েছে দেখো সবখানে
বাংলার গানে বাঙালির প্রাণে।

বাংলার রাত বাংলার দিন
শুধিবে কেমনে মুজিবের ঋণ?

মুজিবের নাম চির অবিনাশী
মুজিবেরে আমি বড় ভালোবাসি।
এক নিঃশ্বাসে আমি অনায়াসে
বাংলাদেশের নামটার পাশে
লিখে রাখলাম লিখে রাখলাম
মুজিবের নাম মুজিবের নাম।

অটোয়া, কানাডা ঃ ১৩ আগষ্ট ২০০৫
প্রকাশকালঃ ১৫ আগষ্ট ২০০৫, দৈনিক জনকণ্ঠ

পাকিস্তানি পটল

ভাবিনি তো পটল নিয়েও সিরিয়াসলি ভাববো
পটল নিয়েও লিখতে হবে নিবন্ধ আর কাব্য!
পটলভাজি বাঙালিদের কমন একটা খাদ্য
ইলিশ মাছের সঙ্গে পটল বাজায দারুণ বাদ্য!

পটলচেরা চোখ তো নারীর রূপের অনুষঙ্গ
সুধিসমাজ পটল নিয়ে করেন না তো রঙ্গ।
মর্যাদা কি হারায় পটল ডাকলে তাকে পটলা?
পটল পারে বাধিয়ে দিতে ঐতিহাসিক জটলা?

পটল নিবাস ছিল আগে টুকরি কিংবা বস্তা
অতীতকালে পটল ছিল অ্যাভেইলেবেল, সস্তা।
কদিন আগেও পটল ছিল নেহাৎ একটা সবজি
পটল খেলে মজবুত হয় রাজনীতিকের কব্জি।

কয়েক জাতের পটল আছে (গবেষণার অংশ)
কোনো কোনো পটল তো স্রেফ আইউব খানের বংশ।
পটল মজার, কিন্তু কেউই চায় না পটল তুলতে
কেউ কেউ চায় 'ইতিহাসের পটল' হয়ে ঝুলতে।

কলির যুগে সংসদেও পটল পাওয়া যাচ্ছে
কোথাও কোথাও মন্ত্রীসভায় পটলও ঠাঁই পাচ্ছে।
পাকিস্তানের পায়েন্দাবাদের জিকির নাকি তুলছে
পেয়ারা পাকিস্তান হামারা-দোদুল দোলায় দুলছে।

একটা পটল খেলাচ্ছলে নিজের মুখোশ খুললো।
নিজে পটল হয়েও পটল কেমনে পটল তুললো!!

অটোয়া, কানাডা ঃ ২২ সেপ্টেম্বর ২০০৫
অপ্রকাশিত

দুঃশাসনের চারটি বছর

[২০০২-এর ১০ অক্টোবর জোট সরকারের এক বছর পুর্তি দিবসে জনকণ্ঠের চতুরঙ্গে প্রকাশিত 'এক বছরে কী কী পেলাম' শীর্ষক ছড়ার দ্বিতীয় কিস্তি]

খালেদা আর নিজামীদের দুঃশাসনের চারটি বছর
বাংলাদেশের ইতিহাসের নৃশংস আর ডার্টি বছর।
জোট সরকার অন্ধ বধির ভীষণ রকম গোঁয়ার তুমি
চতুর্দিকে শুধুই দেখো উন্নয়নের জোয়ার তুমি।
বাংক থেকে লোন নিয়ে নিয়ে
উন্নয়নের ফলাও ইয়ে
জামাতীদের কথামতোই বাঘের পিঠে সোয়ার তুমি
রাষ্ট্র এবং জনগণের সঙ্গে করো গোয়ার্তুমি!
শত্রু তুমি মানবতার
শত্রু তুমি স্বাধীনতার
ধর্ষিতাদের পূর্ণিমাদের আর্তনাদের চারটি বছর
সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মরণ ফাঁদের চারটি বছর।
অনেক বোমা হামলা হলো
তদন্ত আর মামলা হলো
তদন্তবাজ কর্মকর্তা একটি রিপোর্ট দিতেই রাজি
নন্দঘোষ ওই আওয়ামীলীগ করছে এসব বোমাবাজি!

বাংলাদেশে মৌলবাদী জঙ্গিরা নেই বললে তুমি
আত্মঘাতী অন্ধকারের ভয়াল পথেই চললে তুমি!
তালেবানি স্লোগানদাতা
তোমার মাথায় ধরলো ছাতা
ভাবছো তুমি ওরা তোমায় বাঁচাবে রোদ বৃষ্টি থেকে?
কেউ পাবে না রেহাই জেনো ওদের গোপন লিষ্টি থেকে।

নিভেয়ে দিলে সকল আলো, জাতি এখন কুপির নিচে
দেখতে চাও না দেখতে পাও না কী রয়েছে টুপির নিচে।
কুপির নিচে আঁধার থাকে, টুপির নিচেও থাকতে পারে
টুপি-দাড়ির ক্যামোফ্লেজে কেউ অপরাধ ঢাকতে পারে?
গালিব মুফতি হান্নানেরা
ধর্মে তো নয় বোমায় সেরা
ইসলামেরই নামে ওদের মানুষ মারার চারটি বছর
নৃশংসতার লাশের ত্রাসের ইতিহাসের ডার্টি বছর।

অর্থমন্ত্রী দেশবাসীকে অবলীলায় পেটুক বলে!
আমাদেরও চামড়া মোটা, তাই মেনে নেই যেটুক বলে।
পুত্র তাহার শ্রীমান নাসের
বিপুল দখল এবং ত্রাসের
সাম্রাজ্য কায়েম করে খাচ্ছে গিলে সিলেট জেলা
খিতা খমু ইতা অইলো ইখনোমিখস, ট্যাখার খেলা!

খ দেলোয়ার, চিফ হুইপের পুত্রদ্বয়ের 'যবন-বাবা-
দেখাইতেছেন ধারাবাহিক লুট-দখলের সিরিজ নাটক
পুলিশ কি আর এতোই ফুলিশ কীর্তিমানদের করবে আটক?
বরং সহজ অপরাধীর সঙ্গে গোপন সন্ধি করা
সবচে সহজ শাহরিয়ার ও মুনতাসীরকে বন্ধি করা!

সাংবাদিককে পীড়ন করার হত্যা করার বছর চারেক
এই বিষয়ে কয় না কথা ওই যুবরাজ হাওয়াই তারেক।
তেষট্টিটি জেলায় যেদিন এক নাগাড়ে ফুটলো বোমা
পরের দিনেই কক্সবাজারে ছুটলো তারেক ছুটলো, ওমা!
দেশকে দারুণ ভালোবেসে
সমুদ্র সৈকতে এসে
পারিবারিক বিনোদনে তিনটি দিবস তিনটি রাতি
কী সুন্দর কাটিয়ে গেলেন নাতিখাতি নাতিখাতি...
নাতিখাতিই বেলা গেলো, অবহেলার চারটি বছর
দেশবাসীকে জিম্মি করে ক্রিকেট খেলার চারটি বছর!

চারটি বছর বিচৌধুরীর পতন ও উত্থানের বছর
হাইকোর্টের সামনে বসে কোরান পাঠের ভানের বছর
ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়েই নতুন পার্টি খোলার বছর
ডিগবাজিতে ক্যারিশম্যাটিক বাজান এবং পোলার বছর!
চারটি বছর 'শাবাশ বাংলাদেশ'- এর স্মৃতিচারণ করার
চারটি বছর 'অবাক' হয়ে প্রতিশোধকে ধারণ করার।

মিছিল মিটিং পিকেটিং-এ নারীকে নিগ্রহের বছর
চারটি বছর দেশটা জুড়ে দ্রোহ ও বিগ্রহের বছর
মহিলাদের টানা-হেঁচড়া প্রায় বিবস্ত্র করার বছর
নারী নেত্রী-কর্মী পেলেই অমনি হামলে পড়ার বছর
মতিয়া চৌধুরীর ওপর কী অশালীন আক্রমণের
চারটি বছর রাজপথে তাঁর তীব্র তুমুল আন্দোলনের

চারটি বছর বীভৎসতার, অজস্র প্রাণ ঝরার বছর
পিতা এবং পুত্রকে হায় এক শ টুকরো করার বছর
কিবরিয়াকে হত্যা করার ভয়াল স্মৃতির চারটি বছর
আওয়ামীলীগ নেতা-কর্মীর মৃত্যু-ভীতির চারটি বছর!

চারটি বছর পাকিস্তানের পায়েন্দাবাদেই পটল থাকার
পটল তোলার ক্ষেত্রে পটল আইউব খানেই অটল থাকার
চারটি বছর জিকির তোলার পাকিস্তানি মন্ত্র পড়ার
সমাজটাতে ঘুণ ধরিয়ে অকার্যকর রাষ্ট্র গড়ার
মৌলবাদী জঙ্গিরা নেই জঙ্গিরা নেই বলতে থাকার
জামাতীদের নির্দেশিত পথটি ধরেই চলতে থাকার
চারটি বছর খুনের নহর, রক্তে দুহাত রাঙার বছর
দেশ-বিদেশে ভাবমূর্তির মূর্তিখানি ভাঙার বছর
চারটি বছর হ্যান করেঙ্গা ত্যান করেঙ্গা বড়াই করার
চারটি বছর আহমদিয়ার টিকে থাকার লড়াই করার
চারটি বছর ফাঁসির রায়কে উল্টে দেয়া ঝিন্টু মিয়ার
মওদুদ আর আলতাফ আর হুদা-পটল-পিন্টু মিয়ার!

দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া, অনাচারের চারটি বছর
হানিফ নামের মৌলানাকে আবিস্কারের চারটি বছর
জেলহত্যার আসামিদের খালাস করার চারটি বছর
জঙ্গিবাদী বাংলাভাইকে তালাশ করার চারটি বছর
চারটি বছর গোয়েন্দাদের ধারাবাহিক ব্যর্থতারই
মৃত্যু উপত্যকায় শুধুই লাশের বহর সারি সারি
জেএমবি আর হরকাতুলে
ইসলামেরই দোহাই তুলে
নিরপরাধ মানুষ খুনের অধিকারের চারটি বছর
বাবর নামক স্বরাষ্ট্রীয় গোপাল ভাঁড়ের চারটি বছর
ফরহাদীয় বিশ্লেষণের চমক দেয়ার চারটি বছর
বোমাবাজদের পক্ষ নিয়ে ধমক দেয়ার চারটি বছর!

চারটি বছর সন্ত্রাস আর জঙ্গিবাদকে লালন করার
একাত্তুরের ঘাতক-দালাল-রাজাকারদের পালন করার
চারটি বছর স্বাধীনতার ইতিহাসের বিকৃতিতে
চারটি বছর অস্বীকৃতির, জাতির পিতার স্বীকৃতিতে
চারটি বছর অশ্লীলতায় নিমজ্জমান থাকার বছর
প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা (!) নষ্টপুরুষ সাকা-র বছর!

শেখ হাসিনা নিধনকল্পে গ্রেনেড বিস্ফোরণের বছর
প্রিয় ঢাকার দশ আসনে ফালুর ইলেকশনের বছর
সাংবাদিককে এমপি নেতার হুমকি দেয়ার গুণের বছর
মানিক সাহা বালু এবং দীপঙ্করের খুনের বছর
গডফাদারকে আড়াল করে চুনোপুঁটি ধরার বছর
র‍্যাবের হাতে বিচারবিহীন ক্রসফায়ারে মরার বছর!
আওয়ামীলীগ নেতা-কর্মী-সমর্থকদের লাশের বছর
স্বজনহারা মানুষগুলোর বিলাপ-দীর্ঘশ্বাসের বছর!

চারটি বছর অর্থনীতি খুবলে খাওয়ার, লুটতরাজের
চারটি বছর নানান নামে জামাতীদের জঙ্গি সাজের
চারটি বছর বাংলাদেশকে আফগানিস্তান করতে চাওয়া
চারটি বছর মৌলবাদী জঙ্গিবাদীর সাফাই গাওয়া
চারটি বছর লেখক কবি হুমায়ুনের রক্ত-ধোয়া
চারটি বছর ঘাতক-খুনীর কেশাগ্রও যায় না ছোঁয়া
চারটি বছর বর্ম রুপে ধর্ম চাদর বিছিয়ে দেয়া
চারটি বছর বাংলাদেশকে এক শ বছর পিছিয়ে দেয়া!

অপারেশন ক্লিনহার্টের ছলাকলার চারটি বছর
হত্যা করে হার্ট অ্যাটাকের গল্প বলার চারটি বছর
জাতির পিতার অমর্যাদার দুর্বিষহ চারটি বছর
আওয়ামীলীগ নিধন করার অর্থবহ চারটি বছর
জনগণকে 'গণঅ্যারেস্ট' নাচার করার চারটি বছর
কয়েক হাজার কোটি টাকা পাচার করার চারটি বছর
আদালতে সম্পাদকদের জব্দ করার চারটি বছর
স্বাধীনতার চেতনাকে স্তব্দ করার চারটি বছর!

চারটি বছর শেখ হাসিনার কেবলই মার খাওয়ার বছর
চারটি বছর বাংলাদেশটা রসাতলে যাওয়ার বছর!

অটোয়া, কানাডা ঃ ০৬ অক্টোবর ২০০৫
প্রকাশকালঃ ১০ অক্টোবর ২০০৫ম, দৈনিক জনকণ্ঠ

চ্যাম্পিয়ন ঃ হ্যাট্রিক প্লাস ওয়ান, প্লাস...

অদ্ভুত কারবার!
ফার্স্ট হই বারবার!!
পর পর চারবার!!!

ওরে বোকা চার নয়, পাঁচবার, পাঁচবার!
লজ্জার হাত থেকে পথ নেই বাঁচবার!!

শুধু দুর্ণীতিতেই আছি এক নাম্বার?
আর কি সুযোগ আছে আরো নিচে নামবার??
কখন সময় হবে এ-বিষয়ে থামবার???

ট্রান্সপারেন্সি মানে যদি হয় স্বচ্ছ
তাহলে তোমরা বাপু সত্যই কচ্ছ??

ট্রান্সপারেন্সি কারা? সংক্ষেপে টিআই
ওদেরকে চেনে সবে, জানে সব মিয়াই!!

টি মানে বুঝলাম, আই মানে? ইন্টা....
দুঃসংবাদ দিয়ে শুরু হলো দিনটা!
মিডিয়ার কল্যানে জেনে গেলো বিশ্ব
ভাবমূর্তির ভারে দেশ আজ নিঃস্ব!!
ট্রান্সপারেন্সি দাদা দয়া করে থামো না!
নেক্সট টাইম বাদ দিয়ো এই শুধু কামনা!

অটোয়া, কানাডা ঃ ১১ অক্টোবর ২০০৫
অপ্রকাশিত
riton_bangladesh@yahoo.ca

সমাপ্ত

রিটন রচিত ছড়ার বই

ধুত্তুরি
ঢাকা আমার ঢাকা
উপস্থিত সুধীবৃন্দ
হিজিবিজি
তোমার জন্য
ছড়া ও ছবিতে মুক্তিযুদ্ধ
আমার ছড়া আমার দেশ
রাজাকারের ছড়া
শেয়ালের পাঠশালা
হামটি ডামটি
১০০রিটন
নাই মামা কানা মামা
বাঘের বাচ্চা
ভূতের জাদু
এক যে ছিলো টুই
ফর এ্যাডালটস্ ওনলি
শেখ মুজিবের ছড়া
হবুচন্দ্র রাজার দেশে
পান্তাবুড়ি
হ্যান করেংগা ত্যান করেংগা
চলো যাই চিড়িয়াখানায়
হ্যালো হুলো
ভালোবাসার কোচিং সেন্টার
মুক্তিযুদ্ধের ছড়া
মা ভীষণ রাগী চাঁদ মামা খুব ভালো
ঘোড়ার ডিম
ছড়া সমস্ত
টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার
গুপী বাঘা ফিরে গেল
হালুম মানে বাঘ
হিপ হিপ হুররে
মধ্যরাতের পদ্য
এই বইটা আমার
আমার ছড়া আমার পড়া
রিটন গেলো পালিয়ে
সোনার ছেলে খোকা
মজার মজার ছড়া
প্রিয় বাংলাদেশ
ভাইবোনের ছড়া
প্রবাসে রচিত পঙতিমালা

প্রকাশিতব্য ঃ বুশকে লেখা চিঠি